প্রতিদ্বন্দ্বী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ময়নাটার ওপর বাড়িশুদ্ধ সবাই চটে উঠেছে।
কেনা হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে এর ভেতরে, তেল চকচকে হয়েছে চেহারা। খাওয়ার ব্যাপারেও পাখিটার প্রচুর উৎসাহ। বাটিভর্তি ছোলার ছাতু মেখে দিতে না দিতে তিন মিনিটেই সাবাড়।
তা ভালো খাকদাক, মোটা হোক --- তাতে কে আর আপত্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু কথা বলার ব্যাপারে তারএতটুকুও উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। গলা দিয়ে তার একটিমাত্র আওয়াজই বেচ্ছে --- চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ ! এবংওই ডাক শুনলেই বোঝা যাবে তার খিদে পেয়েছে ---আরো কিছু ছাতু তাকে মেখে দেওয়া হোক।
ওই কথাটাই যদি বলতে পারে, বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করতে পারে ঃ 'ছাতু দাও' --- তা হলেই তো কোথাও কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু তার ধার দিয়েই নেই ময়নাটা। ভাবটা যেন হনোলুলু কিংবা সেনিগেম্বিয়া থেকে এসেছে --- বাংলাটা তার রপ্ত হচ্ছে না কোনোমতেই।
অথচ চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।
ভোর ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবাই তাকে পড়াতে চেষ্টা করছে।
---ডাক্ ঃ খোকন -- খোকন - বল্ ঃ বাব্লু--- বাব্লু ---
---হরে কৃষ্ণ --- হরে কৃষ্ণ
--- বলো, মা ছাতু দাও, জল দাও---
কেউ বা সামনে চুঁ চুঁ করে শিস টানছে।
ময়না ঘাড় কাত করে সব শোনে -- দাণ মনোযোগী ছাত্রের মতোই। ভাবখানা এমন যে সব সে সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলল, এখন পড়া ধরলেই টকাটক বলে যেতে পারবে। ব্যাস --- ওই পর্যন্তই। তারপরেই চাঁছাছোলা গলায় একেবারে আদিম অকৃত্রিম চিৎকার ছাড়লঃ চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ ---
তিন মাস ধরে চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিক্ত - বিরক্ত হয়ে গেল সবাই। তখন কোথায় হরেকৃষ্ণ, কোথায় শিস; কোথায় খোকন, কোথায় বাবলু। যেই চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি কেউ বলে ওঠে ঃ দূর হ আপদ --- দূর হ।
শেষ পর্যন্ত কমিটি বসল বাড়িতে। কী করা যায় ওটাকে নিয়ে ? যখন মনে হচ্ছে, কোনদিন ও ডাকবে না, মাঝখান থেকে প্রত্যেকদিন ওকে ছাতুর পিন্ডি গিলিয়ে লাভ কী ? এই তিন মাসে কমসে কম দশ টাকার ছাতু খেয়ে বসে আছে।
কাকা বললেন, খাঁচা খুলে তাড়িয়ে দাও ওটাকে।
বাবলু আপত্তি করল ঃ না --- না, উড়তে পারবে না হয়তো। শেষে বেড়ালে ধরে খেয়ে নেবে।
কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়ির বেড়াল টুনির বেশ নজর আছে পাখিটার ওপর। প্রায়ই খাঁচার তলায় বসে মুখ উঁচু করে খুব কণ সুরে ডাকাডাকি করে থাকে। ভাবটা এই ঃ কেন খাঁচার মধ্যে বসে কষ্ট পাচ্ছে ভাই ? বেরিয়ে এসো, আমার পেটে জায়গা করে দিই -- দিব্যি আরামে থাকবে।
তখন বাবা বলবেন, তাহলে পাখিওলা আসুক। তাদের হাতে ওটাকে দিয়ে দাও।
পাখিওলা প্রায়ই যায় পথ দিয়ে। কিন্তু প্রস্তাবটা সকলের মনে থাকলেও ময়নাটাকে কেউ বিদেয় করে না।আসল কথা, ছাতু খাওয়াতে খাওয়াতে গা জ্বালা করলেও কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সকলেরই। দেখলে গা জ্বালা করে, আবার তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। আছে যখন --- থাক। বাড়িতে বেড়ালটাও যখন এক মুঠো খেতেপায় তখন ওটাও না হয় খেলো ছটাক খানেক ছাতু। পূর্ব জন্মের বোধহয় দেনা ছিল ওর কাছে --- সেইটেই শোধ করে নিচ্ছে এইভাবে।
আরো মাসখানেক গেল। ময়নাটা ছাতু খায় আর চেঁচায়। সেই একটি মাত্র ডাক ঃ চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ ! --- দূর হ মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া পাখি। আপদ কোথাকার।
এই সময় বাবা একদিন পাখিওলা ডাকলেন। ময়নাকে বিদায় করতে নয়, নতুন পাখি কেনবার জন্যে।
এবার আর ময়না নয় --- টিয়াই কেনা হল বেশ দেখেশুনে।
---কি হে, ডাকবে তো ? মানে কথাটথা বলবে তো ?
---ডাকবে বইকি বাবু। খুব ভালো জাতের পাখি।
---সবাই ওই কথা বলে, মা মুখ ভার করলেন, এই তো চারমাস আকে একজন একটা ময়না গছিয়ে দিয়ে গেছে। একটা বুলিও তার মুখে ফোটে নি, কেবল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।
পাখিওলা উঁচুদরের হাসি হাসল। বললে, এ লাইনে অনেক জোচ্চোর আছে বাবু, ভদ্দরলোকদের ঠকিয়ে দিয়ে যায়। তাই মানুষ চিনে কিনতে হয়।
বুবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে সেই ভালো লোক, তা বুঝব কী করে ? সেই ময়নাওলাই এসব অনেক শুনিয়েছিল আমাদের।
---দেখে নেবেন বাবু। পরে বলবেন, কী জিনিস দিয়েছি। বলেই পাখিওলা খুব কায়দা করে চলে গেল।
তখন টিয়াটিকে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ময়নার খাঁচার পাশেই। মা বললেন, মুখপোড়া ময়না দেখে নে। এবার থেকে ওকেই ছাতুককলা সব খাওয়াব, তুই হাঁ করে থাকবি। কাকা বললেন, দ্যাখো বাবু টিয়া, খুব সাবধান। এই ময়নার কুসঙ্গে যেন পড়ো না। আর দু-মাসের মধ্যে যদি কথা না বলো --- তা হলে ল্যাজ কেটে

দুটোকেই বিদায় করে দেব।
ময়নাটা এতক্ষণ একমনে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিয়াটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ -- হঠাৎ সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল।
টিয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ময়না -- না - চ্যাঁ - চ্যাঁ করে উঠল না। তার বদলে, পরিষ্কার মোটা গলায় যেন টিয়াটিকে সম্ভাষণ করে সে বললে, দূর হ অ াপদ ---দূর হ!

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com